brac

এসএইচআরসি বুলেটিন

জুন-আগস্ট ২০১৫

যৌন হয়রানিমূলক আচরণসমূহ

- যে কোন অবাঞ্ছিত শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের প্রচেষ্টা।
- প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা, কোন কর্মীর সম্মানী/নিয়োগ/চাকরির উন্নতি/কেরিয়ারের ক্ষতিসাধন/নিয়ন্ত্রণ, প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যৌন আচরণমূলক ব্যবহার/ভীতি/ঘনিষ্ঠতা/উদারতা প্রদর্শন করা।
- যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন/দাবি।
- পর্নোধর্মী (Pornographic) ভিডিওসহ যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ লিখিত বাণী বা ইলেকট্রনিক বার্তা (এসএমএস, ই-মেইল ইত্যাদি) পাঠানো।
- যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য/উক্তি করা।
- অশালীন ভঙ্গি, যৌন নির্যাতনমূলক ভাষা ব্যবহার বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্ত্যক্ত করা, কাউকে অনুসরণ করা, যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা।
- যৌন ইঙ্গিতমূলক কোন চিঠি, টেলিফোন, মোবাইল, এসএমএস, এমএমএস, ই-মেইল, ছবি, নোটিশ, কার্টুন, বেঞ্চ, চেয়ারটেবিল, নোটিশ বোর্ড, অফিস, ফ্যাক্টরি, শ্রেণিকক্ষ অথবা বাথরুমের দেয়ালে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপমানজনক কোন কিছু লেখা, প্রদর্শন বা সংরক্ষণ করা।
- ব্ল্যাকমেইল অথবা চরিত্র হননের উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের স্থির বা চলমান চিত্র ধারণ ও প্রচার করা।
- যৌন নিপীড়ন বা হয়রানির মাধ্যমে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা।
- প্রেম নিবেদন/বিয়ের প্রস্তাব করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেওয়া বা চাপ প্রয়োগ করা।
- ভয় দেখিয়ে বা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে প্রতারণার মাধ্যমে যৌন সম্পর্ক স্থাপন বা স্থাপনের চেষ্টা করা।
- উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বারবার যৌনধর্মী মন্তব্য করা, কৌতুক বলা, অঙ্গভঙ্গি করা।
- যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ ছবি বা অন্য কোন বস্তু কর্মস্থলে প্রদর্শন বা সংরক্ষণ করা।
- ধর্ষণ/ধর্ষণের প্রচেষ্টা।

কল্পনার কথা

কল্পনা (ছদ্মনাম, বয়স: ১৮) ক্যাশিয়ার পদে একবছর যোগদান করেছেন। তিনি অফিসের সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করেন। এভাবে কিছুদিন যেতে না যেতেই কল্পনা খেয়াল করেন তার তত্ত্বাবধায়ক সালাউদ্দিন (ছদ্মনাম) তার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে অতিউৎসাহী হয়ে উঠছেন। প্রথমে কল্পনা তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি। যখন থেকে কল্পনা তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন, তখন থেকে তিনি তার সঙ্গে দূরুত্ব বজায় রেখে চলতে শুরু করেন। একদিন কল্পনা অফিসে একা নিজের কাজ করছিলেন তখন সালাউদ্দিন পিছন থেকে এসে তাকে স্পর্শ করেন।

সালাউদ্দিনের এই আচরণে কল্পনা অত্যন্ত বিব্রত ও অপমানিত বোধ করেন। তিনি সঙ্গেসঙ্গে বিষয়টি একজন সহকর্মীকে বলেন। উক্ত সহকর্মী তাকে যৌন হয়রানির প্রতিকার কমিটিকে (এসএইচআরসি) ঘটনাটি জানাতে বলেন। কল্পনা তার কথানুযায়ী বিষয়টি কমিটিকে অবগত করেন। এসএইচআরসির তথ্যানুসন্ধানে ঘটনার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। কমিটি সালাউদ্দিনকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

ঘটনার কিছুদিন পর কল্পনা জানতে পারেন যে, তিনি যে প্রকল্পে কাজ করতেন সে প্রকল্পের মেয়াদ শেষ। চাকরিটা একমাত্র অবলম্বন হওয়ায় কল্পনা কিছুটা দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। তিনি এসএইচআরসি-র হেল্প লাইনে পরামর্শ চান। এসএইচআরসি থেকে তাকে অন্য কর্মসূচিতে আবেদন করতে বলা হয়। কল্পনা শিক্ষা কর্মসূচিতে জুনিয়র মাঠ সংগঠক পদে আবেদন করেন। নিয়োগ পরীক্ষায় পাস করে তিনি নতুনভাবে শিক্ষা কর্মসূচিতে যোগদান করেন। প্রত্যয়ী কল্পনা নতুন জীবনের সন্ধান পান ।

কল্পনা মোবাইলের খুদে বার্তায় এইভাবে অনুভূতি প্রকাশ করেন যে, এসএইচআরসির কার্যক্রম ও পরামর্শ তাকে গভীরভাবে উজ্জীবিত করেছে।

অভিযোগ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পরবর্তী ফলোআপে প্রাপ্ত কিছু তথ্য

যৌন হয়রানি প্রতিকার কমিটির পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের পর ০৩ মাস অন্তর ০১ বছর পর্যন্ত অভিযোগকারীর অবস্থা ফলোআপ করা হয়। জানুয়ারি-জুলাই/২০১৫ সময়সীমায় ফলোআপের কিছু তথ্য নিম্নরূপ-

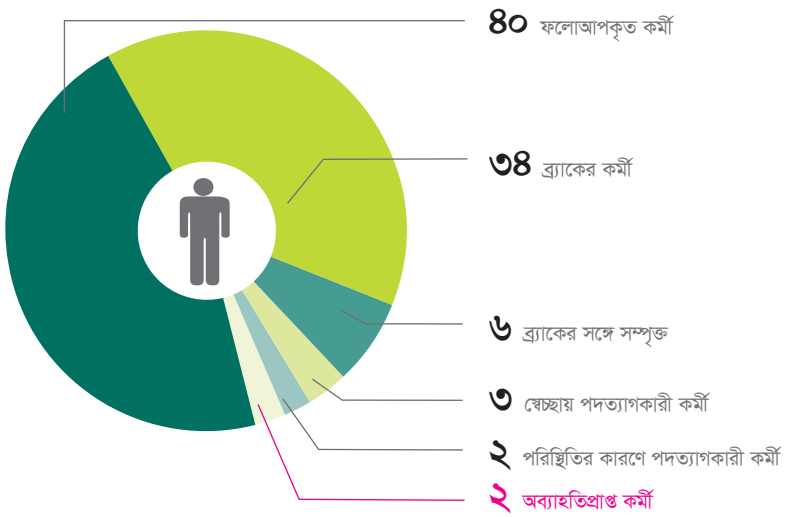

জুন-আগস্ট/২০১৫ সময়সীমায় প্রাপ্ত তথ্যানুসন্ধানযোগ্য অভিযোগ, কর্মী সংখ্যা অনুযায়ী অভিযোগের শতকরা হার

কর্মসূচি/বিভাগ	অভিযোগ	কর্মী*	(%)
স্বাস্থ্য পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচি	২	৫৩৩৪	০.০৩%
মাইক্রোফাইন্যান্স কর্মসূচি	৪	১৬৮২৩	০.০২%
ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি	২	৪৫০১	০.০৪%
সামাজিক ক্ষমতায়ন কর্মসূচি	১	৬০৩	০.১৬%
অর্থ ও হিসাব বিভাগ	৩	৪২৯৩	০.০৬%
নিরাপত্তা বিভাগ	২	৩৮৫	০.৫১%
জেন্ডার জাস্টিস অ্যান্ড ডাইভারসিটি	১	৪১০	০.২৪%
পার্টনারশিপ স্ট্রেনদেনিং ইউনিট	১	৬৯	১.৪৪%
আড়ং	১	২৩১৭	০.০৪%

*তথ্যসূত্র: মার্চ, ২০১৫ মানবসম্পদ বিভাগের কর্মীসংক্রান্ত প্রতিবেদন

জুন-আগস্ট/২০১৫ পর্যন্ত সময়সীমায় যৌন হয়রানি প্রতিকার কমিটির ৩টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ৩ টি সভার মাধ্যমে ১২টি তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন বিষয়ে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে তার ধরন ও সংখ্যা নিম্নরূপ

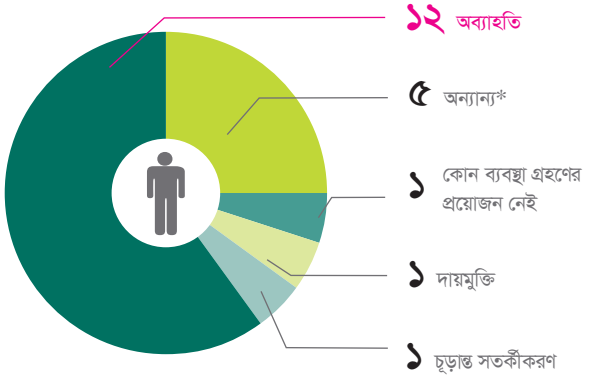

*অন্যান্য সিদ্ধান্ত বলতে ব্র্যাক শিশু সুরক্ষা নীতিমালা বিষয়ে সচেতন করা, পর্যবেক্ষণে রাখা, আন্তঃকর্মী সম্পর্কের ক্ষেত্রে Do's and Don'ts বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন, পদত্যাগকৃত কর্মীর পুন:যোগদান ইত্যাদি।

জুন-আগস্ট/২০১৫ সময়সীমায় প্রাপ্ত অভিযোগের বিভাগ ভিত্তিক পরিসংখ্যান

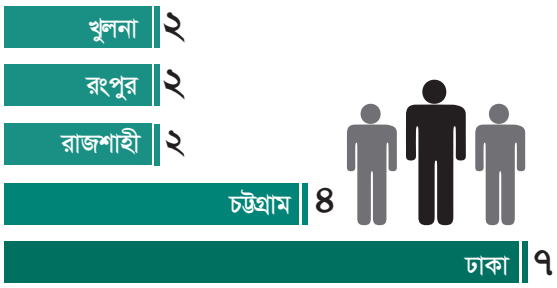

ন্যায়পাল অফিসে চাকরিতে পুনর্বহালের জন্য আবেদনের তথ্য:

মানবসম্পদ নীতিমালা ও কার্যপ্রণালির ৪.১১ অনুযায়ী এসএইচআরসির সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ যে কোন কর্মী ন্যায়পাল বরাবর আপীল করতে পারেন। জুন-আগস্ট/২০১৫ এই সময়ে ০৪ জন কর্মী ন্যায়পাল বরাবর আবেদন (আপীল) করেন। উক্ত আবেদনের বিষয়ে ন্যায়পাল অফিসে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। শুনানি শেষে ০২ জনের বিষয়ে এসএইচআরসির সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। অবশিষ্ট ০২ জনের সুপারিশ এখনও ন্যায়পাল অফিসে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

যৌন হয়রানিমুক্ত নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে জিজেডির উদ্যোগ

জেন্ডারসংবেদনশীল, কর্মীবাহিনীই পারে যৌনহয়রানিমুক্ত, সমমর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ গড়ে তুলতে। এ লক্ষ্যে জিজেডি মাঠপর্যায়ে 'জেন্ডার সংবেদনশীলতা' এবং 'জেন্ডার সচেতনতা ও বিশ্লেষণী প্রশিক্ষণ' পরিচালনা করে যাচ্ছে।

নিয়মিত ভাবে কর্মীদের মধ্যে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সংস্থার জেন্ডার নীতিমালা ও যৌন হয়রানি নির্মূলকরণ নীতিমালা সম্পর্কে ওরিয়েন্টেশন পরিচালনা এবং নীতিমালার কপি বিতরণ করা হয়। জানুয়ারি-জুলাই, ২০১৫ সময়সীমায় মোট ১৩৮ ব্যাচ ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করা হয়েছে।

ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারের ৬৩৯ জন সেবাকর্মীর জন্য বিশেষভাবে 'যৌনহয়রানি নির্মূলকরণ নীতিমালা' ওরিয়েন্টেশন সম্পন্ন করা হয়।

সংস্থার অভ্যন্তরে সকল পর্যায়ে বিস্তারিত তথ্যসম্বলিত পোস্টার, লিফলেট, স্টিকার, অফিস সার্কুলার তৈরী ও বিতরণ করা হয়, যাতে সবাই যৌন হয়রানির অভিযোগ ব্যবস্থাপনার পুরো প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারে।

প্রতিটি লার্নিং সেন্টারে 'যৌন হয়রানি নির্মূলকরণ টিম' গঠন ও কার্যপ্রণালি প্রণয়ন করা হয়। এই কমিটির সদস্যগণ আভ্যন্তরীণ কর্মপরিবেশ নিয়ে সভায় মিলিত হন এবং প্রয়োজনে প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। জিজেডির বিভাগীয় সেক্টর স্পেশালিস্টগণ জানুয়ারি-জুলাই, ২০১৫ সময়সীমায় ৩৩টি সভার আয়োজন করে এই টিমের সদস্যদের সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের মে-ডিসেম্বর সময়সীমায় প্রতিমাসের শেষ বৃহস্পতিবার দুপুর ০২:৩০ মিনিট থেকে ০২:৪৫ মিনিট পর্যন্ত (১৫ মিনিট) সকল কর্মীর সমন্বয়ে ব্র্যাকের সকল কার্যালয়ের সামনে ব্যানার প্ল্যাকার্ডসহ দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

ব্র্যাকের সাংগঠনিক ও কর্মসূচি পর্যায়ে জেন্ডারসমতার লক্ষ্য অর্জনে সকল কর্মসূচির বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের উপস্থিতিতে খুলনা এবং ময়মনসিংহ জেলায় দু'টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। এতে সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে জেন্ডারসমতা অর্জনে এবং নারী ও শিশুর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতন বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।

জানুয়ারি-জুলাই পর্যন্ত ১২৮ ব্যাচ 'মন খুলে কথা বলা' ফোরাম পরিচালনা করা হয়। এতে মোট ২৩৯১ জন কর্মী উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্ব স্ব ক্ষেত্রে একক ও যৌথ উদ্যোগে পারস্পরিক সমমর্যাদাপূর্ণ, সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

এ ছাড়াও আড়ং, আয়েশা আবেদ ফাউন্ডেশন এবং এন্টারপ্রাইজের শাখা অফিসসমূহে জেন্ডারসংবেদনশীল কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

মাঠপরিদর্শন ও মোবাইলে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদানের মাধ্যমে যৌন হয়রানির অভিযোগ উত্থাপনকারী ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ফলোআপ করা হয়।

বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মরত সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্টগণ নিয়মিত অফিস পরিদর্শন ও ফলোআপ করার মধ্য দিয়ে এবং মাঠ পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সভা ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে জেন্ডারসমতা ও যৌন হয়রানিমুক্ত কর্মপরিবেশ গড়ে তোলার বিষয়ে আলোচনা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে চলেছেন।

যৌন হয়রানি প্রতিকার কমিটির উদ্যোগে আগস্ট ০৩, ২০১৫ তারিখ বিকাল ২:৩০ মিনিটে তথ্যানুসন্ধান কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও তথ্যানুসন্ধানপুল সদস্যদের এক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় অংশগ্রহণকারীদের ছবি।

তৃতীয় পক্ষ যে কোন ব্যক্তি যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রেরণ করতে পারে কি?

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, যে কোন ব্র্যাক অফিসে যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটলে, এই ঘটনার ভুক্তভোগী যদি এসএইচআরসি বরাবর অভিযোগ প্রেরণ করতে না চান, সেক্ষেত্রে উক্ত ঘটনার বিষয়ে তৃতীয় যে কোন পক্ষ/ব্যক্তি এসএইচআরসিকে জানাতে পারবেন। এ ছাড়া কখনও যদি কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যৌন হয়রানির অভিযোগ পান তাহলে তা দ্রুততার সঙ্গে এসএইচআরসি-র ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে পারেন। এজন্য লাইন ম্যানেজমেন্টের অনুমোদন নেয়া আবশ্যক নয়।

দৃষ্টি আকর্ষণ

যৌন হয়রানি প্রতিকার কমিটি উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ করছে যে, কিছু কর্মী একই বাড়িতে পাশাপাশি রুম ভাড়া নিয়ে বসবাস করেন। তাদের পরিবারের কোন একজনের নিকটতম সদস্য (কন্যা/স্ত্রী) অপরজনের দ্বারা হয়রানিমূলক আচরণের সম্মুখীন হচ্ছেন। উক্ত আচরণসমূহ ব্র্যাক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, যৌন হয়রানি নির্মূলকরণ নীতিমালা ও শিশু সুরক্ষা নীতিমালার পরিপন্থি। এসব অভিযোগের তথ্যানুসন্ধানে সত্যতা প্রাপ্তিসাপেক্ষে কমিটি জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে। আসুন, আমরা সকলে যৌন হয়রানির প্রতিকার ও প্রতিরোধে সোচ্চার হই।

ডাকযোগে চিঠি পাঠানোর ঠিকানা:

প্রধান, যৌন হয়রানি প্রতিকার কমিটি ও
কর্মসূচিপ্রধান, মানবাধিকার ও আইন সহায়তা কর্মসূচি
ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়, ৬ষ্ঠ তলা
ব্র্যাক সেন্টার, ৭৫ মহাখালী, ঢাকা-১২১২

হেলপ লাইন:
০১৭২৯০৭১৫৪৬
(সকাল ৯:০০-বিকাল ৫:০০)

ই-মেইল: complaint.shrc@brac.net

BRAC Communications/SHRC/Sep/2015